দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 DEC 2017

পৃষ্ঠা ৭৯ কলাম ৬

মূল্যায়ন পদ্ধতির কারণে পরীক্ষার ফলে কিছুটা প্রভাব পড়েছে : নাহিদ

অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো ফল হয়নি : গণশিক্ষামন্ত্রী

■ **ইত্তেফাক রিপোর্ট**

পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের সুপারিশ অনুসরণ করে গত তিন বছর ধরে ক্রমশ উত্তরপত্র মূল্যায়ন করায় ফলাফলে তার কিছুটা প্রভাব পড়েছে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সচিবালয়ে গতকাল শনিবার জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার ফলপ্রকাশ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয়েছে। পাসের সংখ্যা, হার ও জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা কমেছে। আমরা কোনো কিছুই গোপন করিনি বা কোনো কিছুই চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিনি বা পরিবর্তনের চেষ্ট করি নাই।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমি এখন কোনো মূল্যায়নে যাচ্ছি না, বোর্ডগুলো নিজস্বভাবে মূল্যায়ন করবে, মন্ত্রণালয় তদারকি করবে বা আলাদা তদন্ত করবে। তখন সঠিক চিত্রটা জানা যাবে। গতবারের মত এবারও কেন কুমিল্লা বোর্ডে খারাপ ফল হয়েছে এ কারণে, কুমিল্লা বোর্ড নিয়ে আরেকটু গভীরে যেতে হবে

প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একষট্টি সালে যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি তখনও প্রশ্নপত্র ফাঁস হত। মন্ত্রী বলেন, এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে প্রশ্ন ফাঁসের খবর দ্রুত প্রচার হয়ে যায়। মন্ত্রী বলেন, এখন নানা রকম সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুতই প্রচার হয়ে যায়।

তিনি বলেন, বিজি প্রেসে আমরা ব্যাপক পরিবর্তন করছি, ওখান থেকে এখন প্রকাশের সুযোগ নাই। আমরা জেলায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিরাপদ করেছি, থানায় পৌঁছানো নিরাপদ করেছি। এরপরেও সমস্যা আছে, অনেক লোক শিক্ষকতায় ঢুকে পড়েছেন, তারা অপব্যবহার করেন।

অসন্তুষ্ট হওয়ার মতো ফল হয়নি : গণশিক্ষামন্ত্রী

গত বছরের চেয়ে পাসের হার কমলেও পঞ্চম শ্রেণির প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলকে মোটামুটি উৎসাহব্যঞ্জক হিসেবে উল্লেখ করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান।

এবারের ফলাফলে সন্তুষ্ট কিনা জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, অবশ্যই, যদিও আমার প্রত্যাশা শতভাগ শিশু পাস করুক। আমাদের ছাত্ররা ফেল করবে কেন। তাদের ভালো করে পড়ান, আমরা তো শিক্ষকদের জন্য অনেক কিছু করছি। আমাদের শিশুরা অসন্তুষ্ট হওয়ার মত ফল করেনি।